ঝিনাইদহে সপ্তাহব্যাপী নারীদের আত্মরক্ষা প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে সপ্তাহ ব্যাপী নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আত্মরক্ষা মূলক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে শহরের সোতোকান কারাতে দো স্কুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রাম অফিসার খন্দকার শরিফা আক্তার।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ক্রীড়া সংগঠক জয়নাল আবদীন, প্রথম আলো বন্ধু সভার উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল হামিদ, শামীম আহম্মেদ, প্রথম আলো বন্ধু সভা জেলা কমিটির আহ্বায়ক শাকিব মোহাম্মদ আল হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনটির সদস্য মায়িসা রহমান।

প্রথম আলো বন্ধুসভার আয়োজনে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া এ প্রশিক্ষণ চলবে সপ্তাহব্যাপী। এতে জেলা শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ৪০ জন ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন সোতোকান কারাতে দো স্কুলের পরিচালক সাংবাদিক কাজী আলি আহম্মেদ লিকু। প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত চলবে এ প্রশিক্ষণ।

ঝিনাইদহে ফ্রেন্ডলি টি-২০ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ফ্রেন্ডলি টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ক্রীড়া সংগঠক রাইসুল ইসলাম আসাদ এর পৃষ্ঠপোষকতায় এ ম্যাচের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ম্যাচ উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাসার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শওকত মেমোরিয়াল ক্রিকেট একাডেমীর পরিচালক সৌরভ হোসেন, জেএসপি’র সভাপতি মিজানুর রহমান

মিজু, পরিবেশক সমিতির সভাপতি ওয়ালিদ হাসান শিপার, ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবুল বাসার বলেন, সবলদেহ ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার গুরুত্ব দিতে হবে। এর আগে ক্রীড়া সংগঠক রাইসুল ইসলাম আসাদ এর পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের জার্সিসহ ক্রীড়া উপকরণ প্রদান করা হয়।

কোটচাঁদপুরে উপজেলা বিএনপি’র কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ত্যাগী নেতা-কর্মীদের উপেক্ষা করে আহ্বায়ক কমিটি গঠনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপি’র একাংশের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে থানা বিএনপি কার্যালয়ে আয়োজিত বিএনপি’র একাংশের এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, সাবেক থানা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, থানা বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের উপেক্ষা করে দালালদের নিয়ে গঠিত বির্তকিত আহ্বায়ক কমিটি বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে অবিলম্বে নতুন করে সর্বজন গ্রহণযোগ্য থানা আহ্বায়ক কমিটি গঠনের দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় জেলা কমিটির আহ্বায়ক এ্যাডঃ মশিয়ার রহমান, সদস্য সচিব আব্দুল মজিদসহ অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে কোটচাঁদপুর বিএনপি’র সহাবস্থানের জন্য আমাদেরন পক্ষ থেকে একটা খসড়া তালিকা জমা দেওয়া হয়। আমাদের বিপরীতে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আরো একটা খসড়া তালিকা জমা দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব ছিল সুষ্ঠু সাংগঠনিক

অবস্থা বজায় রাখতে উভয় পক্ষ হতে সমন্বয় করে কমিটি প্রণয়ন করতে একটি প্রস্তবনা দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ০৭.০৩.২০২০ তারিখে জেলা আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব স্বাক্ষরিত ৪১ সদস্যের একটি কমিটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত এ কমিটিতে থানা বিএনপি’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালনকারি নেতৃবৃন্দকে কোন পদে রাখা হয়নি। ফলে গেল ১১.০৩.২০২০ তারিখে আহ্বায়ক কমিটি থেকে ৪ জন যুগ্ম-আহবায়ক সহ ১৬ জন সদস্য পদত্যাগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিবের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ নূরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম ফারুক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আইস উদ্দীন, সাবেক থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান সিদ্দিক সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

বেকাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবো- জাহাঙ্গীর আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম।
আজকের সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো-
মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনার সিদ্ধান্ত কি?
জাহাঙ্গীর আলম: আপনারা জানেন, আমি গত নির্বাচনে বিএনপি দল থেকে ভোট করে নির্বাচিত হয়েছি। জনগণ আমাকে ভালোবেসে ভোট দিয়ে এই চেয়ার উপহার দিয়েছে। প্রচারণার কাজ নতুন করে কি করবো জনগণের

সেবা নিশ্চিত করার জন্য যা যা করার দরকার করছি, মানুষের সাথে আছি, কাজ করছি। এই কাজের মধ্যে দিয়েই আমার প্রচারণার কাজ চলছে। মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার দল বিএনপি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোন নির্দেশনা দিয়েছে কি না? জাহাঙ্গীর আলম: কোন নির্দেশনা আসেনি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু যায়গা তে নির্বাচন হচ্ছে সেখানে বিএনপি প্রার্থী আছে সেই ক্ষেত্রে আশা করি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও বিএনপি থাকবে। তবে ভোট যদি সুষ্ঠু হয় এবং জনগণ যদি তাদের ভোট দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা পায় তাহলে শুধু আমি না, আমার দলের যে ভাই ভোট করবেন একটা আশা থাকবে এবং আমি ভোট করলে আবারো চেয়ারম্যান হবো ইনশাল্লাহ।
মেহেরপুর প্রতিদিন: জনগণ কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?
জাহাঙ্গীর আলম: আসলে আমরা যখন নির্বাচনে নামি তখন অনেক প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকি কিন্তু শতভাগ বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমি এবার প্রথম চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ কতটুকু এই গুলো অজানা ছিল যার কারনে অনেক কথা দিয়েছি বলতে পারবো না সব পূরণ করেছি কি না। তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর রাস্তা-ঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা থেকে শুরু করে করোনাকালীন ১০ কেজি, ১৫ কেজি, ৩০ কেজি চাউল, শিশুদের জন্য দুধ, কাবিখা সহ সকল প্রকার দ্রব্য অসহায় মানুষের দ¦◌ারে পৌঁছে দিয়েছি। আমার ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই স¦ল্প, সেই স¦ল্পতা থেকে আমি সকলকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছি এবং ইউনিয়নের প্রধান স্থান গুলোতে স্ট্রিট লাইটের ব্যাবস্থা করেছি।
মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি আপনার দল বিএনপি’র কাছে থেকে নোমিনেশন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদি?
জাহাঙ্গীর আলম: আসলে দলের সবার শখ থাকবে ভালো পর্যায়ে যাবো। আমাকে গতবার আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের প্রভাব দেখে দিয়েছিলো। আমি চাই এবারো তাই দেখেই দল সিদ্ধান্ত নিবেন। আমাকেই দিতে হবে এমন টা কিন্তু না। তবে আমি দলের দুর্দিনে পাশে আছি এবং বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। জনগণের ভালোবাসা, আস্থা আমার উপর আছে। সেই সুবাদে আমি মনে করি আমার দল আগামী নির্বাচনে আমাকেই নোমিনেশন দিবে। নোমিনেশন পেয়ে নির্বাচনে আসলে আমার বিশ্বাস জনগণ আমাকে আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।
এ ক্ষেত্রে দল আমাকেই মূল্যায়ন করবেন বলে মনে করি। আমি এই ৫ বছরে

মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি এবং সবাই আমাকে সম্মান করেন।
মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান? জাহাঙ্গীর আলম: আমার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমার পরিকল্পনা আছে আবার যদি নির্বাচিত হয় তাহলে বাল্যবিবাহ রোধ করবো এবং বেকারদের কর্ম সংস্থানের ব্যাবস্থা করবো।

মেহেরপুরে নতুন করে দুই জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আজ ০২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মেহেরপুর সিভিল সার্জন মেহেরপুর প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৬৭৩ জন।

নতুন প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ২৪ টি। এর মধ্যে ০২ টি পজিটিভ। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৪৬২৮ টি। এর মধ্যে করোনা পজেটিভ ৬৭৩ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা ২৩ টি (সদর- ১৪ গাংনী- ০৬ মুজিবনগর- ০৩) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১৬ জন। । এ পর্যন্ত সুস্থ্য হয়েছে ৫৮০ জন।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয় মেহেরপুর সদরের সিজিএম শিরীন নাহার (৪৭), অপর জন হলেন বিলকোলা’র মনসুর আলী (৬৩)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সভাপতি মোঃ নূরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ গোলাম ফারুক, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আইস উদ্দীন, সাবেক থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোঃ কামরুজ্জামান সিদ্দিক সহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

গাংনীর বামুনিতে দেবরের ছুরিকাঘাতে ভাবী খুন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারে দেবর আকরাম আলীর উপর্যপুরি ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন ভাবী মালা খাতুন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবার পথেই তার মৃত্যু হয়।
নিহত মালা খাতুন (৩২) গাংনী উপজেলার বামুৃন্দি চেরাগি পাড়ার ইকরামুল হকেরর স্ত্রী। একরামুল হক ও আকরামুল হোসেন বামুন্দী চেরাগি পাড়ার সলেমান মিয়ার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আকরামুল হোসেন তার ২ বছরের ছোট ছেলেকে মারধর করছিলো এসময় তার ভাবি মালা খাতুন বাধা দিতে আসলে ধারালো ছুরি পেটে ঢুকিয়ে দেয়। গুরুতর অবস্থায় মালাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজে নেয়ার পথে মিরপুর নামক স্থানে তার মৃত্যু ঘটে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, ঘাতক আকরামকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

মেহেরপুর মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ

মেহেরপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন উল্টানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে আদালত তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে দিয়ে পুনরায় তদন্ত করিয়েছেন। সেখানেও তিনি হস্তক্ষেপ করেন বলে অভিযোগ করেন বাদি।

এদিকে, ভুক্তভোগী বাদি রেবেকা খাতুন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রীর কাছে জেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়েছেন। অভিযোগের অনুলিপি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, একই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক ও জেলা কর্মকর্তার কাছেও দিয়েছেন।

মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল আদালতের একটি মামলার তদন্তে অর্থের বিনিময়ে বিবাদির পক্ষে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছিল বলে জানিয়েছে ভুক্তভোগী ঐ বাদি। এছাড়াও মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করে বাদি পক্ষকে দমানোর চেষ্টাও করেছেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ পত্র থেকে জানা গেছে, নাসিমা খাতুন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা না থাকায় তিনি অতিরিক্ত জেলা কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। গত বছরের ৬ নভেম্বর মেহেরপুর গাংনী উপজেলা ধর্মচাকি গ্রামের আব্দুল কুদ্দুস এর মেয়ে রেবেকা খাতুন বাদি হয়ে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে তার স্বামী মিজানুর রহমান ও শাশুড়ি আলেয়া খাতুনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন।

আদালত মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেন গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের উপর। তদন্ত কর্মকর্তা বাদি, আসামি ও সাক্ষীগণকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে তাদের কাছে থেকে ঘটনা শোনেন এবং কাগজের কিছু অংশ সাদা রেখে প্রত্যেকের কাছে থেকে স্বাক্ষর করে নেন এবং বলেন আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে। ৩ থেকে ৪

দিন পর খোঁজ নিয়ে জানা যায়,বাদিসহ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী দেওয়া কাগজে দুই হাতের লেখা। সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়িয়ে শুনালে সেগুলো তাদের দেওয়া জবানবন্দী না বলে প্রত্যায়ন দেয় এবং এতে প্রমাণিত হয় আসামি পক্ষের কাছে থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে তদন্ত কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন আদালতে মনগড়া প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন।

অভিযোগকারী রেবেকা খাতুন জানান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তার অফিসে আমাদের ডাকেন। তিনি মৌখিকভাবে আমাদের সকলের কাছ থেকে ঘটনাটি শোনেন। পরে তিনি সাদা কাগজে আমাদের স্বাক্ষর নিয়ে চলে যেতে বলেন। আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন পড়ে শোনালে আমরা নারাজি দিই। আমাদের নারাজি আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত পরবর্তীতে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে তদন্তের নির্দেশ দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরও কয়েকজন জানান, নাসিমা খাতুনের বাড়ি গাংনীতে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে আছেন। এর আগেও “গাংনীতে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগে সংবাদ প্রকাশ হয়।

গাংনী মহিলা বিষয়ক অফিস সূত্রে জানা যায় , চলতি বছর ১২টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এবং ১ টি সিআর মামলাসহ মোট ১৩ টি মামলার তদন্ত দায়িত্ব পান তিনি। এর মধ্যে ৯টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং ৪ টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে।

তবে এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুনের সাথে যোগাযোগ করা হলে বলেন, আমি কোন মামলার তদন্তে কারও পক্ষপাতিত্ব করিনা। আপনি অফিসে আসেন বাকি কথা হবে বলে ফোন রেখে দেন।

দর্শনায় চাঁদা না পেয়ে শ্রমিকদের পিটিয়েছে দূবৃত্তরা

দর্শনা পৌরসভা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ড্রেন নির্মাণ শ্রমিকদের নিকট চাঁদা না পেয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত

করেছে দূর্বৃত্তরা। এতে ১৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছে।
গতকাল বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

তারা হলেন, সুলতানপুর গ্রামের আজিজুল হকের ছেলে আজিবার রহমান (৪৫), মদনা গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে আকবার আলী (৬০), মদনা গ্রামের আলিহিমের ছেলে রেজাউল ইসলাম (২৬), পারকৃষ্ণপুর গ্রামের আকবার আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন (৪২), রামনগর গ্রামের শ্রী চরণের ছেলে বিজয় (২২) সহ ১০ জন ।

আহত রাজমিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেন জানান, ঘটনার সময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গোরস্থান পাড়ায় ড্রেন নির্মাণের কাজ করছিলাম । এসময় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে মিলন (২৫), মৃত ওভির ছেলে আরাফ (৪৫) ও মৃত আশকার আলীর ছেলে আবুল কাশেম (৪৮) সহ ১০/১২জন আমাদের লাঠি ও ইট দিয়ে পিটিয়ে জখম করে। কয়েকদিন যাবৎ তারা টাকা ও কাজের সময়সীমা জানতে চাই।

আমরা বলি- আমরা মিস্ত্রী, আমরা টাকা কোথায় পাবো? কাজের কনক্টাটর কাজের সময়সীমা জানে , আমরা এসব জানিনা। এরপর আমার কাছে ২ হাজার টাকা চাই এবং বলে লুঙ্গি খোল, খটে টাকা আছে। আমি লুঙ্গী খুলে ঝাড়া দিলে লেবারদের বেশ কিছু টাকা ছিল সেগুলো নিয়ে নেয়। এছাড়া লেবার সহকারী সরদার আহত আজিবার রহমান এর নিকট থাকা লেবারদের দুই দিনের ৬ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে জানান।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের নজরুল ইসলামের ছোট ছেলে জনি (২৩) গত কয়েকদিন আগে ডাক্তারের নিকট যাওয়ার সময় তার কাছে থাকা ৫৪০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে একই গ্রামের ওভির ছেলে আরাফাত মদ খায়। এ নিয়ে গ্রামে বেশ বাক-বিতন্ডা হয়। এ বিষয়ে হেড মিস্ত্রী ইসরাফিল হোসেনসহ ৫ জন বাদী হয়ে ৪ জনের বিরুদ্ধে গতকাল বিকালে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ করেছে।

এ ঘটনায় পুলিশ আবুল কাশেম নামের এক জন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

জামাইয়ের বিরুদ্ধে বিচারের দাবি শ্বশুরের

শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার বিপাশা বাবার বাড়িতে বাস করছেন দুই বছর। এ দুই বছরে স্বামী বা তাদের পরিবারের কেউ খোঁজ রাখেনি গৃহবধু বিপাশার।

অবশেষে বিপাশাকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে দিতে বিচারের আশায় দারে দারে ঘুরছেন বাবা ওয়ারেশ। সম্প্রতি তিনি স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংস্থায় আবেদনও করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জেলার গাংনী পৌরসভাধীন বাঁশবাড়িয়া গ্রামে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়ার ভ্যানচালক ওয়ারেশ আলীর বড় মেয়ে বিপাশা খাতুনের একই গ্রামের মৃত ছকিমের ছেলে আনারুল ইসলাম (টটুল) এর সাথে প্রায় ৮ বছর আগে বিয়ে হয়। ৩-৪ মাস সুখে শান্তিতে চলে তাদের সংসার । তারপর থেকেই বিপাশার প্রতি শুরু হয় শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন।

বিপাশা জানান, প্রায় ২ বছর যাবৎ আমি আমার বাবার বাড়ি আছি । আমার স্বামী আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি। আমি ফোন করলে সে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে।

বিপাশার বাবা ওয়ারেশ আলী বলেন, আনুমানিক গত ৫-৬ মাস আগে রাত ১০ টার দিকে একটি প্রাইভেটকার আমার বাড়িতে আসে। এক ব্যক্তি টুটুলের বন্ধু পরিচয় দিয়ে বলে আপনার জামাই অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি আছে। আপনার মেয়ে বিপাশাকে আমাদের নিয়ে যেতে বলেছে।

কিন্ত তাদের কথা আমার বিশ্বাস হয়নি। গাড়ির ভিতরে ৪ জন ছিলো, প্রত্যেকেরই মুখ বাঁধা। পরে আমি চিৎকার করলে তারা পালিয়ে যায়।